#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

16th to 21st Feb 2026

RICE IAS

সূচক

1. **জেনারেল স্টাডিজ ২** **01**
   - 1.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01
     - 1.1.1. আরবান লোকাল বডিজ (ULBs) 01
     - 1.1.2. ফেডারেলিজম বা যুক্ত রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা 03
   - 1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 08
     - 1.2.1. ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক 08
   - 1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার 12
     - 1.3.1. ভারতে বন্ধকী শ্রম 12
2. **জেনারেল স্টাডিজ ৩** **15**
   - 2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 15
     - 2.1.1. ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষেবা 15
   - 2.2. পরিবেশ 18
     - 2.2.1. গ্রেট নিকোবর প্রকল্প: উন্নয়ন বনাম পরিবেশ 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM **IAS 10-Month GS PCM** **Degree + IAS** **Prelims Test Series**

জেনারেল স্টাডিজ ২

1.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. আরবান লোকাল বডিজ (ULBs)

প্রেক্ষাপট:

শহর স্থানীয় সরকার (ULBs) হলো শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৯২ সালের **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে **Part IX-A (অনুচ্ছেদ 243P–243ZG)** এবং **দ্বাদশ তফসিল** (12th Schedule) যুক্ত করা হয়েছে। এই তফসিলে ১৮টি কার্যকরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন—শহর পরিকল্পনা, জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, বস্তি উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য।

ভারতে শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) প্রকারভেদ:

ভারতে জনবসতির আকার, জনসংখ্যা এবং আয়ের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন** অনুযায়ী এটি মূলত তিন প্রকার, তবে আরও কিছু বিশেষ প্রশাসনিক সংস্থা রয়েছে।

১. **সাংবিধানিক তিনটি স্তর:**

- **মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন:** বড় **মেট্রোপলিটন শহরগুলোর** (যেমন—দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু) জন্য এটি গঠিত হয়। এরা সরাসরি রাজ্য সরকারের সাথে কাজ করে এবং এদের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অনেক বেশি।
- **মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা:** মাঝারি বা ছোট শহরগুলোর জন্য এটি গঠিত হয়। এগুলি বিভিন্ন **ওয়ার্ডে** বিভক্ত থাকে এবং একটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।
- **নগর পঞ্চায়েত:** এটি এমন একটি এলাকা যা গ্রাম থেকে শহরে **পরিবর্তিত** হচ্ছে।

২. **বিশেষায়িত শহর সংস্থা :**

ধরন	উদ্দেশ্য	মূল বৈশিষ্ট্য
নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি	দ্রুত উন্নত হওয়া শহর বা যেগুলি পৌরসভার শর্ত পূরণ করে না।	সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার দ্বারা মনোনীত; কোনো নির্বাচন হয় না।
টাউন এরিয়া কমিটি	সীমিত নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন ছোট শহর (আলো, ড্রেনেজ)।	আধা-স্বায়ত্তশাসিত; বড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো কাজ করে।
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	যেখানে **সামরিক বাহিনী** এবং সাধারণ মানুষ একসাথে থাকে।	এটি **প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের** সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
টাউনশিপ	বড় বড় সরকারি সংস্থা (PSUs) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।	কর্মীদের নাগরিক সুবিধা প্রদান করে (যেমন—স্টিল সিটি টাউনশিপ)।
পোর্ট ট্রাস্ট	বন্দর এলাকার ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য।	এটি বন্দরের বাণিজ্যিক ও নাগরিক—উভয় দিকই দেখাশোনা করে।
স্পেশাল পারপাস এজেন্সি	নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য তৈরি (যেমন—ডিডিএ)।	একক কোনো লক্ষ্য (যেমন—আবাসন বা জল সরবরাহ) নিয়ে কাজ করে।

শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) শাসন কাঠামো:

ধরণ যাই হোক না কেন, বেশিরভাগ স্থানীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো একই রকম:

- **কাউন্সিল:** এটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শাখা, যেখানে নির্বাচিত **ওয়ার্ড কাউন্সিলররা** থাকেন।
- **মেয়র বা চেয়ারপারসন:** ইনি হলেন নামমাত্র প্রধান (রাজ্য ভেদে নির্বাচিত বা মনোনীত হন)।
- **কমিশনার:** একজন আইএএস (IAS) অফিসার বা রাজ্য পর্যায়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, যিনি **নির্বাহী প্রধান** হিসেবে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করেন।

শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) আর্থিক ব্যবস্থা:

আয়ের উৎসসমূহ:

- **নিজস্ব কর রাজস্ব: সম্পত্তি কর (Property Tax)** হলো আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া পেশা কর ও বিজ্ঞাপন কর রয়েছে। GST চালু হওয়ার পর 'অক্ট্রয়' এবং 'এন্ট্রি ট্যাক্স' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদের আর্থিক স্বাধীনতা অনেকটা কমে গেছে।
- **নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব:** ব্যবহারের খরচ (জল, পরিচ্ছন্নতা), বিল্ডিং লাইসেন্স ফি, মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির ভাড়া এবং জরিমানা।
- **আর্থিক অনুদান (Fiscal Transfers):** রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পাওয়া অর্থ। এছাড়া বিশেষ প্রকল্প (AMRUT, SBM 2.0) থেকেও গ্র্যান্ট পাওয়া যায়।
- **বাজার-ভিত্তিক ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন: মিউনিসিপ্যাল বন্ড**, ব্যাংক বা হুডকো (HUDCO) থেকে ঋণ এবং **পিপিপি (PPP)** মডেল।

প্রস্তাবিত **আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড (Urban Challenge Fund)** শহরগুলিকে "বাজার-নির্ভর" করার চেষ্টা করছে, যেখানে শহরগুলিকে ৫০% অর্থ বন্ড বা ঋণের মাধ্যমে জোগাড় করতে হবে এবং কেন্দ্র ২৫% সহায়তা দেবে।

আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা:

ভারতের মিউনিসিপ্যাল আয় জিডিপি-র (GDP) মাত্র **১%**, যা উন্নত দেশগুলির (৫-৮%) তুলনায় অনেক কম।

- **ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল ভারসাম্যহীনতা:** স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি কিন্তু আয়ের উৎস খুব সীমিত। এছাড়া বড় শহর এবং ছোট শহরগুলোর আয়ের ক্ষমতার মধ্যেও বিশাল পার্থক্য রয়েছে।
- **উৎপাদনশীল কর হারানো:** GST আসার আগে 'অক্ট্রয়' থেকে প্রচুর আয় হতো, যা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।
- **নির্ভরশীলতা:** নিজস্ব আয় কম থাকায় শহরগুলি রাজ্য বা কেন্দ্রের **ক্ষতিপূরণের** ওপর নির্ভর করে থাকে, যা অনেক সময় পেতে দেরি হয়।
- **কার্যকরী ওভারল্যাপ:** রাজ্যগুলি কাজের দায়িত্ব (১২তম তফসিল অনুযায়ী) দিলেও সেই অনুযায়ী **তহবিল (Fund)** বা পর্যাপ্ত **কর্মী (Functionaries)** দেয় না।
- **বাধ্যতামূলক ব্যয়:** বাজেটের সিংহভাগ (৬০%-৮০%) বেতন ও পেনশনের মতো **রাজস্ব ব্যয়ে** চলে যায়, ফলে নতুন পরিকাঠামো তৈরির জন্য টাকা থাকে না।
- **দুর্বল অ্যাকাউন্টিং:** অনেক শহর এখনও সঠিক অডিট বা **ডবল-এন্ট্রি বুককিপিং** করে না, যার ফলে তারা বাজার থেকে ঋণ বা বন্ড নিতে পারে না।

সরকারি উদ্যোগসমূহ:

- **আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড (UCF):** শহরগুলিকে ঋণের যোগ্য বা "ব্যাঙ্কবল" করার জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প। শহর বাজার থেকে ৫০% অর্থ জোগাড় করলে কেন্দ্র ২৫% টাকা দেবে।
- **ক্রেডিট রিপেমেন্ট গ্যারান্টি:** ছোট শহরগুলিকে বাজার থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার গ্যারান্টি ফান্ড।

- **AMRUT 2.0:** ২০২৬ সালের মধ্যে শহরগুলিকে **"জল সুরক্ষিত"** করার লক্ষ্য। এর মধ্যে 'জল সরবরাহ' এবং 'নিকাশি ব্যবস্থা' উন্নত করা অন্তর্ভুক্ত।
- **SBM-Urban 2.0:** শহরগুলিকে **"আবর্জনা মুক্ত"** করার লক্ষ্য। এর মূল কাজ হলো বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পুরনো ল্যান্ডফিল পরিষ্কার করা।
- **PM e-Bus Sewa:** পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য পিপিপি (PPP) মডেলে **১০,০০০ ইলেকট্রিক বাস** নামানোর পরিকল্পনা।
- **ডিজিটাল ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ:** স্মার্ট সিটি মিশনের সময়সীমা বাড়ানো, TULIP ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে মেধাবী তরুণদের নিয়োগ এবং ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড তৈরি।

ভবিষ্যৎ পথ:

- **আর্থিক স্বায়ত্তশাসন:** রাজ্যগুলিকে কেবল নিয়ন্ত্রণ না করে শহরগুলিকে নিজস্ব কর আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে।
- **প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি:** দ্রুত **ডবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং** ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা ভরসা পায়।
- **সেবা ও আয়ের ভারসাম্য:** কেবল লাভজনক প্রজেক্ট নয়, বস্তি উন্নয়ন বা গরিবদের সেবার মতো কাজগুলোতেও নজর দিতে হবে।
- **মাস্টার প্ল্যান শক্তিশালী করা:** শহর পরিকল্পনাকে শক্তভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে অবৈধ নির্মাণ রোধ করা যায়।
- **পারফরম্যান্স ভিত্তিক গ্র্যান্ট:** যারা ভালো কাজ করবে (যেমন—বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), তাদের বেশি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **দুর্বল শ্রেণির সুরক্ষা:** শহর আধুনিকীকরণের সময় গরিব মানুষ বা ভাড়াটেদের ওপর যাতে বাড়তি চাপের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপসংহার:

ভারতের শহরগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শহর স্থানীয় সরকারগুলোকে কেবল অনুদান-নির্ভর না রেখে **আর্থিক স্বয়ম্ভর কেন্দ্রে** পরিণত করার ওপর। ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা এবং **স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণের** মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুললেই শতকোটি মানুষের জন্য উন্নত ও নিরাপদ শহর তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: *স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বা লোকাল বডিজ-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের সাথে শহর স্থানীয় সরকারের একত্রীকরণের ভালো ও মন্দ দিকগুলি তুলে ধরুন। ২০২৪ (২৫০ শব্দ, GS-2 রাষ্ট্রবিজ্ঞান)*

1.1.2. ফেডারেলিজম বা যুক্ত রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

জাস্টিস কুরিয়ান জোসেফ কমিটি দাবি করেছে যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র সরকারের হাতে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ ঘটছে। গণপরিষদের বিতর্ক এবং পূর্ববর্তী কেন্দ্র-রাজ্য কমিশনগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে এই কমিটি সংবিধান সংশোধন, **রাজ্যপাল পদের অপব্যবহার**, জিএসটি-পরবর্তী **আর্থিক ভারসাম্যহীনতা**, জম্মু ও কাশ্মীরের পুনর্গঠন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মতো কাঠামোগত উদ্বেগগুলো তুলে ধরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা ফেডারেলিজম হলো এমন একটি **দ্বৈত শাসনব্যবস্থা**, যেখানে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ** এবং **আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর** মধ্যে ভাগ করা থাকে। এটি রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটি অভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমে **জাতীয় ঐক্য** বজায় রাখে।

1. **দ্বৈত শাসনব্যবস্থা:** সরকার দুটি স্তরে থাকে—কেন্দ্র এবং রাজ্য। প্রতিটি স্তর সংবিধান থেকে সরাসরি ক্ষমতা লাভ করে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে।
2. **লিখিত এবং সর্বোচ্চ সংবিধান:** সংবিধানই হলো দেশের **সর্বোচ্চ আইন**। কোনও পক্ষই যাতে অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তার জন্য সংবিধান স্পষ্টভাবে ক্ষমতার কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়।
3. **ক্ষমতার বিভাজন:** সংবিধানের **সপ্তম তফশিল** (Seventh Schedule) অনুযায়ী ক্ষমতা তিনটি তালিকায় বিভক্ত:
   - **কেন্দ্রীয় তালিকা:** জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় (যেমন—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি)।
   - **রাজ্য তালিকা:** আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় (যেমন—পুলিশ, কৃষি)।
   - **যুগ্ম তালিকা:** যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই আইন করতে পারে (যেমন—শিক্ষা, বন)।
4. **স্বাধীন বিচার বিভাগ: সুপ্রিম কোর্ট** এখানে "আম্পায়ার" হিসেবে কাজ করে। এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করে।
5. **সংবিধানের অনমনীয়তা:** যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো (যেমন—ধারা ৩৬৮) কেন্দ্র একতরফাভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। এর জন্য সংসদে **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** এবং অন্তত **অর্ধেক রাজ্য বিধানসভার** সমর্থন প্রয়োজন।
6. **দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা:** সংসদে দুটি কক্ষ থাকে। **রাজ্যসভা** (উচ্চকক্ষ) জাতীয় স্তরে রাজ্যগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকারভেদ

১. কাঠামোগত মডেল:

- **সংহতিমূলক ফেডারেল ব্যবস্থা:** একটি বড় দেশ যখন বৈচিত্র্য ও ঐক্য বজায় রাখতে নিজের ক্ষমতা রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়।
  - **উদাহরণ: ভারত**, স্পেন, বেলজিয়াম।
- **সমবেত ফেডারেল ব্যবস্থা:** স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যখন নিজেদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে স্বেচ্ছায় একটি বড় ইউনিয়ন গঠন করে।
  - **উদাহরণ: আমেরিকা** (USA), অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড।

২. কার্যনির্বাহী শৈলী:

- **দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** (Dual Federalism)**:** কেন্দ্র ও রাজ্য একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে।
- **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** (Cooperative Federalism)**:** কেন্দ্র ও রাজ্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করে।
  - **উদাহরণ: GST কাউন্সিল** এবং NITI Aayog।
- **প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** (Competitive Federalism)**:** বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সুশাসনের উন্নতির জন্য রাজ্যগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে।
  - **উদাহরণ:** SDG India Index বা **ইজ অফ ডুইং বিজনেস** র‍্যাঙ্কিং।
- **আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** (Fiscal Federalism)**:** কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলোতে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

- **উদাহরণ: ধারা ২৮০ (অর্থ কমিশন)**।

৩. **বিশেষ বিভাগ:**

- **অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা:** সব রাজ্যের ক্ষমতা সমান নয়। ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক কারণে কিছু রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। (যেমন—**ধারা ৩৭১ থেকে ৩৭১-জে**)।
- **আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federalism):** কাঠামোগতভাবে ফেডারেল হলেও চরিত্রে এককেন্দ্রিক।

পণ্ডিত **কে.সি. হোয়ার (K.C. Wheare)** ভারতকে এই নামে অভিহিত করেছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

ভারতীয় সংবিধানে কোথাও **"ফেডারেশন"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। **ধারা ১** ভারতকে **"রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন"** (Union of States) হিসেবে বর্ণনা করেছে।

১. **"আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" (Quasi-Federal) তকমা:** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিকে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করা হয় **"Sui Generis"** (অনন্য) হিসেবে। প্রখ্যাত পণ্ডিত **কে.সি. হোয়ার (K.C. Wheare)** ভারতকে **"আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়"** বলেছেন, কারণ এটি এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র যেখানে কিছু এককেন্দ্রিক (Unitary) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

২. **এককেন্দ্রিক ঝোঁক (শক্তিশালী কেন্দ্র):** আমেরিকার মতো দেশগুলোর তুলনায় ভারতের কেন্দ্রের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা রয়েছে:

- **ধারা ৩:** সংসদ চাইলে রাজ্যগুলোর সম্মতি ছাড়াই তাদের সীমানা বা নাম পরিবর্তন করতে পারে।
- **অবশিষ্ট ক্ষমতা:** এগুলো কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে (রাজ্যগুলোর হাতে নয়)।
- **জরুরি অবস্থা:** জরুরি অবস্থার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ **এককেন্দ্রিক** রূপ নিতে পারে (ধারা ৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০) ।
- **একক নাগরিকত্ব:** ভারতে কেবল ভারতীয় নাগরিকত্বই আছে; আলাদা কোনও "রাজ্য নাগরিকত্ব" নেই।
- **সমন্বিত বিচার বিভাগ ও সর্বভারতীয় পরিষেবা:** আইএএস (IAS)/আইপিএস (IPS) অফিসাররা কেন্দ্রের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও রাজ্যগুলোতে কাজ করেন।

৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় শক্তি (মৌলিক কাঠামো):** কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি থাকলেও রাজ্যগুলো নিছক প্রশাসনিক এজেন্ট নয়:

- **এস.আর. বোম্মাই মামলা (১৯৯৪):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ**।
- **স্বাধীন ক্ষমতা:** সপ্তম তফশিলের **"রাজ্য তালিকা"**-র বিষয়গুলোতে রাজ্যগুলোর সর্বোচ্চ আইনি ক্ষমতা রয়েছে।
- **আর্থিক স্বায়ত্তশাসন:** ধারা ২৮০ (অর্থ কমিশন) এবং ২৭৯এ (GST কাউন্সিল) রাজ্যগুলোর জন্য রাজস্বের একটি বাধ্যতামূলক অংশ নিশ্চিত করে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায়: একক দলের আধিপত্য (১৯৫০-১৯৬৭)

- **"কংগ্রেস ব্যবস্থা":** কেন্দ্র এবং প্রায় সব রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় থাকায় এটি ছিল একটি কেন্দ্রীভূত এবং ঐক্যমত্য-ভিত্তিক ব্যবস্থা।
- **পরিকল্পনা কমিশন:** কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।
- **প্রকৃতি:** সহযোগিতামূলক কিন্তু কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় পর্যায়: সংঘাতময় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (১৯৬৭-১৯৮৯)

- **আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান:** বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতা দখল **(যেমন—তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট)**।
- **ধারা ৩৫৬-এর অপব্যবহার:** কেন্দ্র প্রায়ই **রাষ্ট্রপতি শাসন** জারি করে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করতে শুরু করে।
- **মূল উন্নয়ন:** সংঘাত বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনার জন্য **সরকারিয়া কমিশন (১৯৮৩)** গঠন করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়: বহুদলীয় / জোট সরকারের যুগ (১৯৮৯–২০১৪)

- **আঞ্চলিক গুরুত্ব:** জাতীয় সরকারগুলো টিকে থাকার জন্য আঞ্চলিক দলগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে ক্ষমতার ভারসাম্য রাজ্যগুলোর দিকে ঝুঁকে যায়।
- **এস.আর. বোম্মাই রায় (১৯৯৪):** সুপ্রিম কোর্ট ধারা ৩৫৬-এর যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।
- **অর্থনৈতিক উদারীকরণ:** রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে।

চতুর্থ পর্যায়: প্রভাবশালী দল এবং সহযোগিতামূলক–প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (২০১৪–বর্তমান)

- **কাঠামোগত পরিবর্তন:** পরিকল্পনা কমিশনের বদলে **নীতি আয়োগ** গঠন (**সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম**)।
- **এক দেশ, এক কর:** GST কার্যকর হওয়া এবং একটি সাংবিধানিক সংস্থা (GST কাউন্সিল) গঠন করা, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে ভোট দেয়।
- **সংঘাতের বিন্দু:** রাজ্যপালের ভূমিকা, কেন্দ্রীয় সংস্থা (ED/CBI)-র ব্যবহার এবং **সেস ও সারচার্জ** নিয়ে নতুন করে বিতর্ক।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) আর্থিক চ্যালেঞ্জ ও "সংকুচিত তহবিল"

- **সেস (Cess) এবং সারচার্জ:** এগুলো **বিভাজ্য তহবিলের** অংশ নয়, অর্থাৎ রাজ্যগুলোর সাথে এগুলো ভাগ করা হয় না। ২০২৫-২৬ সালে এগুলো কেন্দ্রের মোট রাজস্বের প্রায় **১৮–২০%**।
- **অর্থ কমিশন নিয়ে উত্তেজনা:** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর দাবি, "**আয় দূরত্ব**" (Income Distance)-র মাপকাঠি তাদের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের জন্য তাদেরই শাস্তি দিচ্ছে।
- **GST স্বায়ত্তশাসন:** অধিকাংশ পরোক্ষ কর বসানোর ক্ষমতা হারিয়ে রাজ্যগুলো এখন কেন্দ্রের আর্থিক হস্তান্তরের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

খ) রাজ্যপালের কার্যালয়

- **সাংবিধানিক অচলাবস্থা:** তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো রাজ্যগুলোতে রাজ্যপালরা বিলে সই না করে অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখছেন (**পকেট ভেটো**)।
- **রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব:** বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতে রাজ্যপালকে প্রায়ই "কেন্দ্রের এজেন্ট" হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গ) রাজ্যের বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ

- **যুগ্ম তালিকার বিস্তার:** শিক্ষা ও কৃষির মতো বিষয়ে রাজ্যগুলোর সঙ্গে খুব একটা আলোচনা না করেই কেন্দ্র বেশি মাত্রায় আইন প্রণয়ন করছে।
- **কেন্দ্রীয় সংস্থা:** ED, CBI, এবং NIA-কে "অস্ত্র" হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে অনেক রাজ্য (**যেমন—পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু**) সিবিআই-এর জন্য দেওয়া **"সাধারণ সম্মতি"** (General Consent) প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়

- **নীতি আয়োগ:** সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের মতো নীতি আয়োগের হাতে রাজ্যগুলোকে মূলধনী অনুদান দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা নেই।
- **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (ধারা ২৬৩):** এই সাংবিধানিক বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থাটি খুব কমই বৈঠকে বসে, ফলে আলোচনার পথ রুদ্ধ হচ্ছে।

ঙ) নতুন উদীয়মান দ্বন্দ্ব (২০২৫–২৬ প্রেক্ষাপট)

- **এক দেশ, এক নির্বাচন:** আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এতে জাতীয় ইস্যুগুলোর ভিড়ে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো হারিয়ে যাবে এবং রাজ্য বিধানসভার নির্দিষ্ট মেয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- **ডিলিমিটেশন বা সীমানা নির্ধারণের ভয়:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়া রাজ্যগুলো (বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত) ভয় পাচ্ছে যে পরবর্তী আদমশুমারির পর লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যা কমে যেতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

১. রাজ্যপালের কার্যালয় বা পদের সংস্কার

- **সময়সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত:** রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া বিলগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপালদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (**যেমন—৬ মাস**) বেঁধে দেওয়ার যে সুপারিশ **পুঞ্চি কমিশন** করেছিল, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **নিরপেক্ষ নিয়োগ: সরকারিয়া কমিশনের** পরামর্শ অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে যে, রাজ্যপাল যেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাইরের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি হন এবং সাম্প্রতিক অতীতে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকেন।

২. আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমাধান

- **সেস এবং সারচার্জ ভাগ করা:** সংবিধান সংশোধন করে **সেস** (Cess) এবং **সারচার্জ** (Surcharge)-এর একটি অংশ রাজ্যগুলোর জন্য নির্ধারিত **বিভাজ্য তহবিলের** (Divisible Pool) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অনুদানের স্বায়ত্তশাসন:** সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের অভাব পূরণ করতে **নীতি আয়োগ** বা অনুরূপ কোনও সংস্থাকে রাজ্যগুলোকে সংবিধিবদ্ধ মূলধনী অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পুনরুজ্জীবন

- **সক্রিয় আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (ধারা ২৬৩):** যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে বড় ধরনের নীতি পরিবর্তন বা বিল নিয়ে আলোচনার জন্য **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলকে** (Inter-State Council) একটি বাধ্যতামূলক ও স্থায়ী মঞ্চে পরিণত করতে হবে।
- **আঞ্চলিক কাউন্সিল** (Zonal Councils)**:** নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সমস্যা এবং সীমানা বিরোধগুলো বড় আকার ধারণ করার আগেই সেগুলো সমাধানের জন্য নিয়মিত **আঞ্চলিক কাউন্সিল**-এর বৈঠক আয়োজন করতে হবে।

৪. পরামর্শমূলক আইন প্রণয়ন

- **যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভাব মূল্যায়ন** (Federal Impact Assessment)**:** শিক্ষা বা কৃষির মতো যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলোতে আইন প্রণয়নের আগে কেন্দ্রের উচিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি **"ফেডারেল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট"** পরিচালনা করা।
- **গণতান্ত্রিক সীমানা নির্ধারণ** (Democratic Delimitation)**: ২০২৬ সালের সীমানা নির্ধারণ** (Delimitation) প্রক্রিয়া নিয়ে দক্ষিণ ভারতের সফল রাজ্যগুলোর উদ্বেগ নিরসন করতে হবে, যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়ার কারণে তারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

উপসংহার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অবশ্যই "আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ" পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে একটি **সহযোগিতামূলক-প্রতিযোগিতামূলক** (Collaborative-competitive) মডেলে রূপান্তরিত হতে হবে। আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলের মতো সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারত আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় অখণ্ডতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এটি একটি স্থিতিস্থাপক, বিকেন্দ্রীকৃত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক **বিকশিত ভারত** (Viksit Bharat) গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: *"কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি কী কী পরিবর্তন এনেছে? কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?" (২০২৪ – ১৫ নম্বর)*

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে **"Special Global Strategic Partnership"** (বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব)-এ উন্নীত করা হয়েছে। এটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের এক নতুন যুগের সূচনা।

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি

১. **স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রারম্ভিক পর্যায় (১৯৪৭-১৯৬২)**

- **শান্তিপূর্ণ উপনিবেশ ত্যাগ:** গোয়ায় পর্তুগিজদের মতো নয়, **ফ্রান্স** কূটনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের ভারতের অন্তর্গত অঞ্চলগুলি (**পুদুচেরি, কারাইক্যাল, মাহে এবং ইয়ানাম**) হস্তান্তর করার পথ বেছে নেয়। **চুক্তিপত্র** (Treaty of Cession) ১৯৫৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে তা অনুমোদিত হয়।
- **প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সূচনা:** ১৯৫৩ সালেই সহযোগিতা শুরু হয়, যখন **ডাসো আওরাগাঁ** (Dassault Ouragan – **তুফানি**) বিমান ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

২. **শীতল যুদ্ধের যুগ: "বিশ্বস্ত বিকল্প"**

- ভারত যখন **অ-জোট নিরপেক্ষ নীতি** (Non-Alignment) অনুসরণ করছিল, তখন **ফ্রান্স** একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়, যারা যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো "শর্তসাপেক্ষ" সহযোগিতা আরোপ করেনি।
- **মহাকাশ সহযোগিতা (১৯৬০-৭০-এর দশক):** ফ্রান্স **ইসরো** (ISRO)-কে **শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র** প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ রকেট ইঞ্জিন প্রযুক্তি ভাগ করে। **ভাইকিং** (Viking) **ইঞ্জিন** ভারতের **বিকাস** (Vikas) **ইঞ্জিন**-এর ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **পারমাণবিক সহায়তা (১৯৮০-এর দশক):** ১৯৮৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের অভ্যন্তরীণ আইনের কারণে **তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র**-এর জন্য জ্বালানি সরবরাহ থেকে সরে দাঁড়ায়। তখন **ফ্রান্স** এগিয়ে এসে জ্বালানি সরবরাহ করে, যা ভারতের **জ্বালানি নিরাপত্তা** নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. **১৯৯৮ সালের মোড় পরিবর্তন (কৌশলগত অংশীদারিত্ব)**

- **প্রথম কৌশলগত অংশীদার:** ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে **ফ্রান্স** ভারতের সঙ্গে **কৌশলগত অংশীদারিত্ব** (Strategic Partnership) স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হয়।
- **পোখরান-II-এর পর সমর্থন:** ১৯৯৮ সালে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও, **ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি**। বরং তারা উচ্চপর্যায়ের **"কৌশলগত সংলাপ"** (Strategic Dialogue) শুরু করে। এর ফলে নয়াদিল্লির কাছে ফ্রান্স দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস অর্জন করে।

৪. **২০০০-এর পরবর্তী সময়: বৈশ্বিক সমন্বয়ের গভীরতা বৃদ্ধি**

- **নাগরিক পারমাণবিক চুক্তি (২০০৮):** NSG **ছাড়পত্র** (waiver) পাওয়ার পর, ফ্রান্সই ছিল প্রথম দেশ যারা ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নাগরিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

- **জলবায়ু নেতৃত্ব (২০১৫):** প্যারিসে COP21 **সম্মেলন**-এ যৌথভাবে **আন্তর্জাতিক সৌর জোট** (International Solar Alliance – ISA) চালু করা হয়। এর মাধ্যমে সম্পর্ক কেবল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে **বৈশ্বিক নেতৃত্বের স্তরে** উন্নীত হয়।
- **ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল (২০১৮): "ভারত-ফ্রান্স ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যৌথ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি"** গ্রহণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স ভারতের প্রধান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহযোগিতার প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব স্তম্ভ

এই স্তম্ভটির মূল লক্ষ্য হলো ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। বর্তমানে সম্পর্কের ধরন **"ক্রেতা-বিক্রেতা"** থেকে পরিবর্তিত হয়ে **"যৌথ উন্নয়ন ও যৌথ উৎপাদন"**-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

- **প্রতিরক্ষা শিল্প রোডম্যাপ (২০২৬-২০৩৬):** একটি ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য হলো ১০০% প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) নিশ্চিত করা।
  - **আকাশপথ:** ভারতের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান (AMCA)-এর জন্য ১১০ কিলোনিউটন ইঞ্জিনের যৌথ উন্নয়নে Safran-HAL অংশীদারিত্ব; কর্ণাটকের ভেমাগালে H125 **হেলিকপ্টার অ্যাসেম্বলি লাইন** (Tata-Airbus যৌথ উদ্যোগ) স্থাপন—যা ভারতের প্রথম বেসরকারি হেলিকপ্টার কারখানা।
  - **নৌপথ:** ভারতীয় নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে ২৬টি Rafale-M যুদ্ধবিমান এবং ৩টি অতিরিক্ত Scorpene শ্রেণির সাবমেরিন ক্রয়ের চুক্তি।
- **মিসাইল:** HAMMER নামক আকাশ-থেকে-ভূমি মিসাইল ভারতে তৈরির জন্য BEL-Safran যৌথ উদ্যোগ।
- **মহাকাশ:** জলবায়ু পর্যবেক্ষণের জন্য TRISHNA মিশন এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নজরদারির জন্য স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ব্যবস্থা।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy):** দুই দেশই আমেরিকা-চীন দ্বিমেরু রাজনীতির বাইরে একটি "তৃতীয় বিকল্প" হিসেবে কাজ করে।

২. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন স্তম্ভ (নতুন ডিজিটাল যুগ)

২০২৬ সালকে **"ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বছর"** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):** ২০২৬ সালে নয়াদিল্লিতে **'AI Impact Summit'** আয়োজন; যেখানে প্রধান লক্ষ্য হলো "জনকল্যাণে এআই" (AI for Global Good)।
- **স্বাস্থ্য খাতে এআই:** উন্নত রোগ নির্ণয় পদ্ধতির জন্য AIIMS **নয়াদিল্লিতে** ইন্দো-ফ্রেঞ্চ সেন্টার স্থাপন।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামো:** ফ্রান্সে UPI পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রসার এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে যুক্ত করতে Indo-French Innovation Network চালু।
- **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals):** লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ মেটালের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ করতে ২০২৬ সালের যৌথ ঘোষণা, যা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের জন্য জরুরি।

৩. পৃথিবী ও বৈশ্বিক সমস্যা স্তম্ভ

- **সিভিল নিউক্লিয়ার ২.০:** জয়তাপুর প্রকল্পের পাশাপাশি এখন Small Modular Reactors (SMRs) এবং অ্যাডভান্সড মডুলার রিঅ্যাক্টর তৈরির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।
- **আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ISA):** বিশ্বজুড়ে সৌরশক্তির প্রসারে দুই দেশের যৌথ নেতৃত্ব।
- **ব্লু ইকোনমি:** টেকসই মৎস্য চাষ এবং **"ইকো-পোর্ট"** বা পরিবেশবান্ধব বন্দর পরিকাঠামো তৈরির রোডম্যাপ।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** ভারতকে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের বৈশ্বিক হাবে পরিণত করতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব।

৪. **জনগণের জন্য অংশীদারিত্ব**

- **শিক্ষা:** ২০৩০ সালের মধ্যে **৩০,০০০ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে** ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা।
- **যাতায়াত সুবিধা (Mobility):** ২০২৬ সালে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি (DTAA) সংশোধন করা হয়েছে যাতে পেশাদারদের যাতায়াত ও কর্মসংস্থান সহজ হয়।
- **সংস্কৃতি:** নয়াদিল্লিতে ভারতের **জাতীয় জাদুঘর** প্রকল্পে ফ্রান্স একটি প্রধান অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

৫. **ভূ-রাজনীতি: ইন্দো-প্যাসিফিক ও বহুমুখিতা**

- **সম্মেলনের সমন্বয়:** ২০২৬ সালে ফ্রান্স (জি-৭ সভাপতি) এবং ভারত (ব্রিকস সভাপতি) বৈশ্বিক ঋণ, জলবায়ু অর্থায়ন এবং এআই পরিচালনার বিষয়ে একযোগে কাজ করছে।
- **ত্রিমুখী সহযোগিতা:** প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশগুলোকে সহায়তা করতে "Indo-Pacific Triangular Development Fund" গঠন।
- **IMEC করিডোর:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে একটি শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি।

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **পারমাণবিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত অচলাবস্থা (জয়তাপুর)**

- **সমস্যা:** ২০০৮ সালে প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও ১০,৩৮০ মেগাওয়াট সম্পন্ন **জয়তাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প** এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।
- **বাধা:** ভারতের **বেসামরিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইন (২০১০)** অনুযায়ী দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরঞ্জামের সরবরাহকারী সংস্থা দায়ী থাকে। ফরাসি কোম্পানি EDF এই আর্থিক ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। ফলে বর্তমানে বড় প্রকল্পের বদলে ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টরের (SMR) দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

২. **বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা**

- **সমস্যা:** দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার) জার্মানি বা আমেরিকার তুলনায় অনেক কম।
- **বাধা:** ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মধ্যে কোনো **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** নেই। এছাড়া শ্রমমান, পরিবেশগত নিয়ম এবং ডেটা প্রাইভেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি কড়াকড়ির কারণে বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৩. **বৈশ্বিক দ্বন্দ্বে কৌশলগত "অসামঞ্জস্যতা"**

- **রাশিয়া-ইউক্রেন:** ফ্রান্স ন্যাটো (NATO)-র সদস্য হিসেবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলেও ভারত একটি নিরপেক্ষ বা সূক্ষ্ম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। এর ফলে মাঝে মাঝে যৌথ বিবৃতিতে কূটনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়।
- **চীন বিতর্ক:** চীনে ফ্রান্সের বিশাল অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। ভারত অনেক সময় উদ্বিগ্ন থাকে যে ফ্রান্সের **"ইউরোপীয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন"** নীতি হয়তো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আগ্রাসনের প্রতি কিছুটা নমনীয় হতে পারে।

৪. **প্রযুক্তি হস্তান্তরের (ToT) প্রতিবন্ধকতা**

- **সমস্যা:** "মেক ইন ইন্ডিয়া" রোডম্যাপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও প্রযুক্তির গভীরতা হস্তান্তরের বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়ে।
- **বাধা:** ফরাসি কোম্পানিগুলো প্রায়ই তাদের অত্যন্ত গোপনীয় বা "ব্ল্যাক-বক্স" প্রযুক্তি (যেমন জেট ইঞ্জিনের সোর্স কোড) শেয়ার করতে চায় না। শুধুমাত্র যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানো (Assembly) থেকে সম্পূর্ণ মেধা স্বত্ব (Intellectual Property) শেয়ার করার প্রক্রিয়াটি বেশ ধীরগতিসম্পন্ন।

৫. **আঞ্চলিক অস্থিরতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা**

- **IMEC চ্যালেঞ্জ:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরটি পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা (যেমন লোহিত সাগরের সংকট) এবং নিরাপত্তার ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এটি প্রকল্পের বাণিজ্যিক সফলতাকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক সমন্বয়**

- **IMEC-কে কার্যকর করা:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে (IMEC) একটি স্বপ্ন থেকে বাস্তব ও নিরাপদ বাণিজ্যিক পথে রূপান্তর করতে ২০২৬ সালের প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **UNSC ও বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা:** রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য ফ্রান্সের উচিত যৌথ তৎপরতা বাড়ানো। একবিংশ শতাব্দীর বহুমুখী বৈশ্বিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করতে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবিতে ফ্রান্সকে আরও সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।
- **আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা:** ২০২৬ সালের **নাইরোবি সম্মেলন** (আফ্রিকা-ফ্রান্স-ভারত)-কে কাজে লাগিয়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং সৌরবিদ্যুৎ খাতে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

২. **প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব**

- **ক্রয় প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে:** ২০২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Joint Advanced Technology Development Group-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম শুধু কেনা নয়, বরং যৌথ উন্নয়নে পুরোপুরি মনোনিবেশ করা। এর মাধ্যমে জটিল অ্যারো-ইঞ্জিন (Safran-HAL) এবং আন্ডারওয়াটার ড্রোন বা জলের নিচের ড্রোনের ১০০% মেধা স্বত্ব বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি (IP) শেয়ারিং নিশ্চিত করা।
- **রপ্তানি হাব (Export Hub):** কর্ণাটকে সদ্য উদ্বোধন হওয়া H125 **হেলিকপ্টার অ্যাসেম্বলি লাইন**-কে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে ফরাসি প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা সরঞ্জামগুলো ভারতে তৈরি করে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করা।

৩. **জ্বালানি ও পারমাণবিক জট নিরসন**

- **SMR-কে অগ্রাধিকার:** জয়তাপুর প্রকল্পের আইনি জটিলতার কথা মাথায় রেখে ভারত-ফ্রান্স SMR (Small Modular Reactor) অংশীদারিত্বকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া। এই ছোট রিয়্যাক্টরগুলো কারখানায় তৈরি করা যায়, এতে ঝুঁকি কম এবং অর্থায়ন সহজ। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এটি একটি বাস্তবসম্মত পথ।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেম:** ভারতের গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনকে ফ্রান্সের শিল্প চাহিদার সাথে যুক্ত করতে একটি অভিন্ন মানদণ্ড ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪. **ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব**

- **AI-এর গণতান্ত্রিকীকরণ:** ২০২৬ সালের 'AI Impact Summit'-এর ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের "ডিজিটাল বিভাজন" দূর করা। ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি এআই (AI) টুলগুলো যেন 'ওপেন সোর্স' হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- **DPI কূটনীতি:** ফ্রান্সে (আইফেল টাওয়ার ও গ্যালারী লাফায়েত) UPI-এর সাফল্যকে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে ভারত-ফ্রান্সের ডিজিটাল সহযোগিতাকে বৈশ্বিক ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (DPI) একটি আদর্শ মডেল হিসেবে তুলে ধরা।

উপসংহার

"ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব এখন আর কেবল একে অপরের স্বার্থ রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন **বৈশ্বিক সার্বভৌমত্বের যৌথ রূপরেখা** (Co-designing Global Sovereignty) তৈরির একটি মাধ্যম। SMR-এর মাধ্যমে পারমাণবিক দায়বদ্ধতার জটিলতা সমাধান করে এবং Triangular Development Fund-এর মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলকে সমন্বিত করে, ভারত ও ফ্রান্স এই অস্থির বিশ্বে দুটি 'স্থিতিশীল মেরু' হিসেবে কাজ করতে পারে।"

প্রশ্ন: *"ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব একটি ক্রেতা-বিক্রেতা প্রতিরক্ষা সম্পর্ক থেকে একটি ব্যাপক প্রযুক্তি-কৌশলগত (techno-strategic) সহযোগিতায় বিবর্তিত হয়েছে।" সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.3.1. ভারতে বন্ধকী শ্রম

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালটি **১৯৭৬ সালের বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন**-এর **৫০ বছর** পূর্ণ করছে। যদিও 'প্রথাগত' সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব হ্রাস পেয়েছে, তবে বর্তমানে অসংগঠিত অর্থনীতিতে এর নতুন নতুন রূপ দেখা দিচ্ছে।

বন্ধকী শ্রম কী?

বন্ধকী শ্রম (যাকে ঋণ দাসত্ব বা **বন্ধুয়া মজদুরি** বলা হয়) হলো আধুনিক দাসত্বের একটি রূপ। এখানে একজন ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ঋণ পরিশোধের জন্য শোষণমূলক শর্তে কাজ করতে বাধ্য হন। প্রায়ই তাদের খুব সামান্য বা কোনো মজুরি ছাড়াই কাজ করতে হয় এবং ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজ ছেড়ে যেতে পারেন না।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **ঋণ ও শ্রমের বন্ধন:** ঋণের বিনিময়ে শ্রম প্রদান।
- **স্বাধীনতাহীনতা:** নিয়োগকর্তা পরিবর্তন বা অবাধে চলাফেরা করার অধিকার থাকে না।
- **বংশপরম্পরায় শোষণ:** ঋণের বোঝা অনেক সময় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়।

সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

১. **সাংবিধানিক বিধান**

- **ধারা ২৩:** জোরপূর্বক শ্রম বা **'বেগার'** খাটালে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
- **ধারা ২১:** সুপ্রিম কোর্টের মতে, বন্ধকী শ্রম **মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার**-এর পরিপন্থী।
- **ধারা ২৪:** শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে।
- **নির্দেশমূলক নীতি (DPSP):** ধারা ৩৯ এবং ৪২ অনুযায়ী রাষ্ট্র শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানবিক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ।

২. **আইনি কাঠামো**

- **বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬:** এটি এই প্রথাকে বিলুপ্ত করে এবং সমস্ত বিদ্যমান ঋণ মকুব করে দেয়। **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট** (DM)-কে উদ্ধার ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩:** এর **১৪৩ নম্বর ধারা** অনুযায়ী জোরপূর্বক শ্রম এবং পাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯:** যেহেতু অধিকাংশ ভুক্তভাগী প্রান্তিক সমাজের, তাই এই আইন অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে।

৩. **সাম্প্রতিক বিচার বিভাগীয় মাইলফলক (২০২৬)**

- **কেরালা হাইকোর্টের রায়:** কোনো কর্মীকে পদত্যাগ করতে বাধা দেওয়া বা বেতন আটকে রেখে কাজ করতে বাধ্য করা **বন্ধকী শ্রম** হিসেবে গণ্য হবে।

বন্ধকী শ্রমের কারণসমূহ

১. **অর্থনৈতিক কারণসমূহ**

- **দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা:** চরম দারিদ্র্যের কারণে পরিবারগুলো চিকিৎসা, বিয়ে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো জরুরি প্রয়োজনে 'ব্রিজ লোন' বা স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিতে বাধ্য হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে বন্ধক রাখার মতো কোনো সম্পদ (Collateral) থাকে না। ফলে তারা স্থানীয় শোষক মহাজন বা জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
- **অসংগঠিত ক্ষেত্র:** ভারতের শ্রমশক্তির **৯০%**-এর বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রে (যেমন: ইটভাটা, পাথর খাদান, কৃষি) কাজ করে, যেখানে শ্রম আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

২. **আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ**

- **জাতিভেদ প্রথা:** বন্ধকী শ্রম প্রথা ভারতের বর্ণপ্রথার গভীরে প্রোথিত। ভুক্তভোগীদের প্রায় **৮০-৯০%** তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST) বা ওবিসি (OBC) সম্প্রদায়ের।
- **নিরক্ষরতা:** শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা চুক্তির শর্তাবলী বা ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে তাদের আইনি অধিকার বুঝতে পারেন না।

৩. **প্রশাসনিক ও আইনি ফাঁকফোকর**

- **শনাক্তকরণে ত্রুটি:** বন্ধকী শ্রম এখন 'প্রথাগত সামন্ততন্ত্র' থেকে সরে এসে 'লুকানো বাণিজ্যিক দাসত্বে' পরিণত হয়েছে, যা চিহ্নিত করা প্রশাসনের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।
- **নিষ্ক্রিয় নজরদারি কমিটি:** আইন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের নজরদারি কমিটিগুলোর (Vigilance Committees) নিয়মিত তদারকি করার কথা থাকলেও, সেগুলো প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে বা তহবিলের অভাবে ভোগে।
- **শাস্তির নিম্ন হার:** শ্রমিকদের উদ্ধার করা হলেও BNS (২০২৩) বা **১৯৭৬ সালের আইনের** অধীনে নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে খুব কমই মামলা হয়। ফলে শোষকদের মধ্যে কোনো ভয় কাজ করে না।

৪. **আধুনিক কারণসমূহ**

- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:** প্রতিকূল আবহাওয়ার (যেমন **২০২৫-২৬ সালের খরা**) ফলে কৃষি সংকটে পড়ে মানুষ বাধ্য হয়ে পরিযান (Migration) করে এবং শ্রম ঠিকাদারদের ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন প্রকল্প (২০২১):**
  - **আর্থিক সহায়তা:** প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য **১ লক্ষ টাকা**, মহিলা ও শিশুদের জন্য **২ লক্ষ টাকা** এবং বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন: তৃতীয় লিঙ্গ বা যৌন শোষণ) **৩ লক্ষ টাকা** সাহায্য দেওয়া হয়।
  - **পুনর্বাসন তহবিল:** তাৎক্ষণিক ত্রাণের জন্য জেলা পর্যায়ে **১০ লক্ষ টাকার** একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- **প্রমিত কার্যপ্রণালী (SOP):** দ্রুত শনাক্তকরণ ও উদ্ধারের জন্য কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলো নিজস্ব SOP তৈরি করেছে।
- **আন্তর্জাতিক সংহতি:** ভারত ILO **কনভেনশন ১৮২** (শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম রূপ) অনুমোদন করেছে এবং **২০৩০ সালের মধ্যে** আধুনিক দাসত্ব নির্মূল করতে (SDG ৮.৭) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- **শ্রম বিধি (২০২০/২০২৫):** মজুরি বিধি এবং সামাজিক সুরক্ষা বিধির লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থানকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা।

অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সমন্বয়

- **MGNREGA:** পুনরায় ঋণের ফাঁদে পড়া আটকাতে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া।
- **পিএম-আবাস যোজনা (PM-Awas Yojana):** উদ্ধারকৃত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঘর দেওয়া।
- **সমগ্র শিক্ষা অভিযান:** উদ্ধারকৃত শিশুশ্রমিকদের মূলধারার স্কুলে ফিরিয়ে আনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবিকভাবে এই প্রথা নির্মূল করতে বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

১. **শক্তিশালী শাসন ও আইন প্রয়োগ:**

- **সক্রিয় নজরদারি কমিটি:** জেলা কমিটিগুলো যাতে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করে এবং শপিং মল বা কল সেন্টারের মতো নতুন ক্ষেত্রগুলোতে নজরদারি চালায় তা নিশ্চিত করা।
- **সংক্ষিপ্ত বিচার:** নিয়োগকর্তাদের মনে ভয় তৈরি করতে BNS ২০২৩-এর অধীনে তিন মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

২. **ব্যাপক পুনর্বাসন ব্যবস্থা:**

- **ডিজিটাল সমন্বয়:** উদ্ধারকৃত শ্রমিকরা যাতে আবার ঋণের ফাঁদে না পড়েন, সেজন্য **ই-শ্রম (e-Shram) পোর্টালের** সাথে পুনর্বাসন প্রকল্পের যোগসূত্র তৈরি করা।
- **স্বচ্ছতা:** উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে **৩০,০০০ টাকার** তাৎক্ষণিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

৩. **প্রতিরোধমূলক ও কাঠামোগত সংস্কার:**

- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** মহাজনদের ওপর নির্ভরতা কমাতে ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে (যেমন: বলাঙ্গির, কালাহান্ডি) ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা।
- **সামাজিক সচেতনতা:** তৃণমূল স্তরে আইনি সচেতনতা শিবির করা যাতে শ্রমিকরা তাদের ঋণ মকুবের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন।

৪. **আন্তঃরাজ্য সমন্বয়:**

- পরিযায়ী শ্রমিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে একটি **কেন্দ্রীয় ট্র্যাকিং সিস্টেম** তৈরি করা (বিশেষ করে উড়িষ্যা বা বিহার থেকে পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ু যাওয়া শ্রমিকদের জন্য)

উপসংহার

১৯৭৬ সালের আইনের ৫০ বছর পর, **বন্ধকী শ্রম** নির্মূল করার জন্য কেবল উদ্ধার করলেই হবে না, প্রয়োজন সামগ্রিক পুনর্বাসন। জেলা নজরদারি বৃদ্ধি, সময়মতো আর্থিক সহায়তা এবং BNS ২০২৩-এর কঠোর প্রয়োগই পারে এই দারিদ্র্য ও ঋণের চক্র ভেঙে SDG ৮.৭ অর্জন করতে।

প্রশ্ন: *ভারতে **বন্ধকী শ্রম** প্রথা নির্মূল করার জন্য সাংবিধানিক এবং আইনি কাঠামোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন। এর বাস্তবায়ন এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

***

2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

2.1.1. ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষেবা

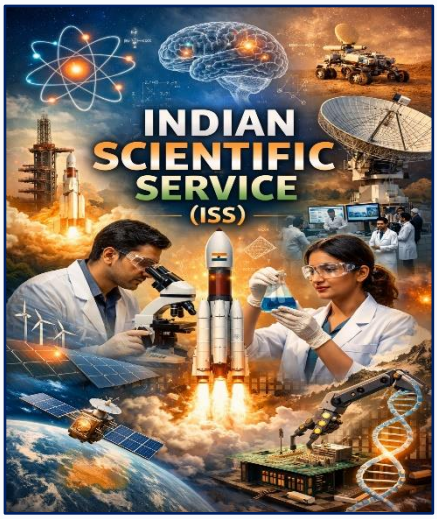

ভূমিকা: ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) হলো একটি প্রস্তাবিত **অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস** (সর্বভারতীয় পরিষেবা), যা প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। **"বিজ্ঞানী-প্রশাসক"** ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে, এর লক্ষ্য হলো গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ব্যবস্থাপনাকে পেশাদার করা এবং উন্নত ভারতের জন্য তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ নিশ্চিত করা।

ISS প্রতিষ্ঠার কারণসমূহ

- **নীতি নির্ধারণে প্রযুক্তিগত গভীরতা:** এটি **AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), সেমিকন্ডাক্টর** এবং **জিনোমিক্সের** মতো জটিল উদীয়মান খাতগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য গভীর জ্ঞান প্রদান করে, যেখানে সাধারণ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়।
- **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক শাসন:** এটি নিশ্চিত করে যে জাতীয় নীতিগুলো কেবল প্রশাসনিক সুবিধার পরিবর্তে **নির্ভুল বৈজ্ঞানিক উপাত্ত** এবং প্রযুক্তিগত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।
- **"ভ্যালি অফ ডেথ" (Valley of Death) অতিক্রম করা:** এটি ল্যাবরেটরি গবেষণা এবং বাণিজ্যিক শিল্প পণ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য **প্রযুক্তি-ব্যবস্থাপক** তৈরি করে ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- **কৌশলগত মিশনের নেতৃত্ব:** নিবেদিত বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে এটি **গ্রিন হাইড্রোজেন** বা **মহাকাশ মিশনের** মতো বৃহৎ জাতীয় প্রকল্পগুলোতে সমন্বয়হীনতা এবং বিলম্ব রোধ করে।
- **বৈজ্ঞানিক সততা ও স্বায়ত্তশাসন:** এটি এমন একটি আইনি কাঠামো তৈরি করে যা বিজ্ঞানীদের প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক নিয়মের তোয়াক্কা না করে **নিরপেক্ষ প্রযুক্তিগত সতর্কতা** (যেমন জলবায়ু বা পরিবেশগত ঝুঁকি) প্রদানের সুযোগ দেয়।
- **বৈশ্বিক প্রযুক্তি-কূটনীতি:** এটি আন্তর্জাতিক মান, মেধাসম্পদ (IP) অধিকার এবং কৌশলগত সম্পদ (যেমন বিরল মৃত্তিকা খনিজ) চুক্তিতে আলোচনার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ **"বিজ্ঞানী-কূটনীতিক"** তৈরি করে।

ISS প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

১. **সমন্বিত বিজ্ঞান প্রশাসন**

বর্তমানে ভারতের বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলো (যেমন DST, DBT, CSIR, ISRO, DRDO) আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। একটি ISS থাকলে:

- **কেন্দ্রীভূত পুল তৈরি হবে:** "বিজ্ঞানী-প্রশাসকদের" একটি নিবেদিত দল তৈরি হবে যারা গবেষণা এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া—উভয়ই বোঝেন।
- **নিয়োগের মানদণ্ড:** একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে উচ্চ মেধাবীদের প্রবেশ নিশ্চিত করা যাবে।

২. **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ**

জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি বা AI নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো এখন শাসনের মূলে রয়েছে।

- **ক্ষমতায় কারিগরি সাক্ষরতা:** ISS কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়গুলোকে বিশেষ পরামর্শ দিতে পারবেন, যা সাধারণ আমলাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

- **কৌশলগত পরিকল্পনা:** এটি প্রযুক্তিগত প্রবণতা অনুমান করার এবং সেগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে।

৩. **পেশাগত উন্নতি এবং প্রতিভা ধরে রাখা**

- **মেধা পাচার (Brain Drain) রোধ:** একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং সুগঠিত কর্মজীবনের সুযোগ দিয়ে সরকার শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের বিদেশ যাওয়া বা বেসরকারি খাতে চলে যাওয়া আটকাতে পারবে।
- **নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা:** এটি জাতীয় গবেষণাগার এবং মিশনগুলো পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা নিশ্চিত করবে।

৪. **বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক কূটনীতি**

- **আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব:** ISS কর্মকর্তারা IPCC, WHO বা CERN-এর মতো বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে কূটনৈতিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে ভারতের হয়ে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

এ পর্যন্ত সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ

- STIP 2020 (খসড়া): সর্বশেষ **বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন নীতি** স্পষ্টভাবে একটি বিশেষায়িত "বিজ্ঞান প্রশাসন" ক্যাডার তৈরির প্রস্তাব করেছে।
- **নীতি (NITI) আয়োগের ৩-বছরের কর্ম পরিকল্পনা:** বায়োটেকনোলজি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো প্রযুক্তিগত খাতে **ল্যাটারাল এন্ট্রি** (সরাসরি নিয়োগ) সুপারিশ করেছে।
- **অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ANRF):** ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে গবেষণার কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।
- **এমপাওয়ারড টেকনোলজি গ্রুপ (ETG):** সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এই গ্রুপটি গঠিত হয়েছে।
- UPSC **ল্যাটারাল এন্ট্রি:** ২০১৮ সাল থেকে পরিবেশ ও ইলেকট্রনিক্সের মতো মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা ISS-এর একটি প্রাথমিক মহড়া হিসেবে কাজ করছে।
- **মিশন কর্মযোগী:** সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের কারিগরি বিভাগগুলো আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি।

বৈশ্বিক চর্চা ও শিক্ষা

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** এখানে একটি **দ্বৈত-ক্যারিয়ার ব্যবস্থা** রয়েছে যা বিজ্ঞানীদের তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা না ছেড়েই উচ্চ প্রশাসনিক পদে আরোহণের সুযোগ দেয়।
- **যুক্তরাজ্য (UK):** প্রতি মন্ত্রণালয়ে একজন **চিফ সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার** (CSA) থাকেন এবং ১০,০০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞের একটি আলাদা পেশাদার বাহিনী রয়েছে।
- **চীন:** সিভিল সার্ভিসে ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীদের নিয়োগের ওপর উচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **জার্মানি:** এখানে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কর্মীদের নিয়মিত আদান-প্রদান ঘটে।

ISS প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞ" দ্বন্দ্ব**

ভারতীয় আমলাতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে **মেকলে** (Macaulayian) মডেল অনুসরণ করে, যা বিশেষজ্ঞদের তুলনায় সাধারণ আমলাদের (IAS) প্রাধান্য দেয়।

- **ক্ষমতার লড়াই:** বিদ্যমান অল-ইন্ডিয়া সার্ভিসগুলোর মধ্যে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী পদ শেয়ার করার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ রয়েছে।
- **সীমাবদ্ধতা:** সমালোচকরা মনে করেন বিজ্ঞানীদের "টানেল ভিশন" (গভীর জ্ঞান থাকলেও সীমিত ক্ষেত্র) থাকে, যা বহুমুখী সামাজিক চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে।

২. **ফেডারেল এবং সাংবিধানিক বাধা**

- **ধারা ৩১২-এর প্রয়োজনীয়তা:** একটি নতুন অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস তৈরির জন্য **রাজ্যসভায়** উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন, যা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে।
- **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন:** রাজ্যগুলো একে কেন্দ্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখতে পারে।

৩. **প্রশাসনিক ও দক্ষতাগত ঘাটতি**

- **ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:** বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দক্ষ হলেও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা বা সমঝোতার দক্ষতায় পিছিয়ে থাকতে পারেন, যার জন্য বড় প্রশিক্ষণ অবকাঠামো প্রয়োজন।

৪. **আইনি ও পেশাগত গতিশীলতা**

- **পরিচালন বিধি (Conduct Rules):** বর্তমান সরকারি নিয়মগুলো বিজ্ঞানীদের জন্য সীমাবদ্ধ হতে পারে, বিশেষ করে যখন কোনো গবেষণা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যায়।

ভবিষ্যৎ পথ

- **পাইলট প্রজেক্ট:** শুরুতে MeitY এবং **বায়োটেকনোলজির** মতো উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন বিভাগে পরীক্ষামূলকভাবে ISS চালু করা যেতে পারে।
- **সংবিধানের ধারা ৩১২:** একটি শক্তিশালী আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য রাজ্যসভার প্রস্তাবের মাধ্যমে এটিকে অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
- **দ্বৈত-ক্যারিয়ার মডেল:** এমন ব্যবস্থা রাখা যেখানে কর্মকর্তারা জ্যেষ্ঠতা না হারিয়েই **গবেষণা এবং নীতি ব্যবস্থাপনা**—উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারেন।
- **ল্যাটারাল এন্ট্রি প্রাতিষ্ঠানিক করা:** শিক্ষাবিদ এবং বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের ৩-৫ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়ে সরকারকে আধুনিক প্রযুক্তিতে আপডেট রাখা।
- **ANRF-এর নেতৃত্ব: ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে** এই সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ করা উচিত যাতে নিয়োগ রাজনৈতিক না হয়ে মেধা-ভিত্তিক হয়।

উপসংহার

ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) হলো **"বিকশিত ভারত"** গড়ার পথে একটি অপরিহার্য সেতু, যা ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি-শাসিত রাষ্ট্রে (Technocracy) রূপান্তর করবে। **ধারা ৩১২**-এর মাধ্যমে শাসনে বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে যুক্ত করলে তা তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে কৌশলগত নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন: *"২১ শতকের শাসনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা নীতি নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক দক্ষতার গভীর সমন্বয় দাবি করে।" এই প্রসঙ্গে, একটি **ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS)** প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন। এর সম্ভাব্য গুণাবলি, চ্যালেঞ্জ এবং ভারতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উপায়গুলি আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.2. পরিবেশ

2.2.1. গ্রেট নিকোবর প্রকল্প: উন্নয়ন বনাম পরিবেশ

প্রেক্ষাপট: সম্প্রতি **ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল** (NGT)-এর একটি বিশেষ বেঞ্চ **গ্রেট নিকোবর প্রকল্পকে** সবুজ সংকেত দিয়েছে। পরিবেশগত এবং আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল প্রকল্পটির **"কৌশলগত গুরুত্বকে"** (Strategic Importance) প্রাধান্য দিয়েছে।

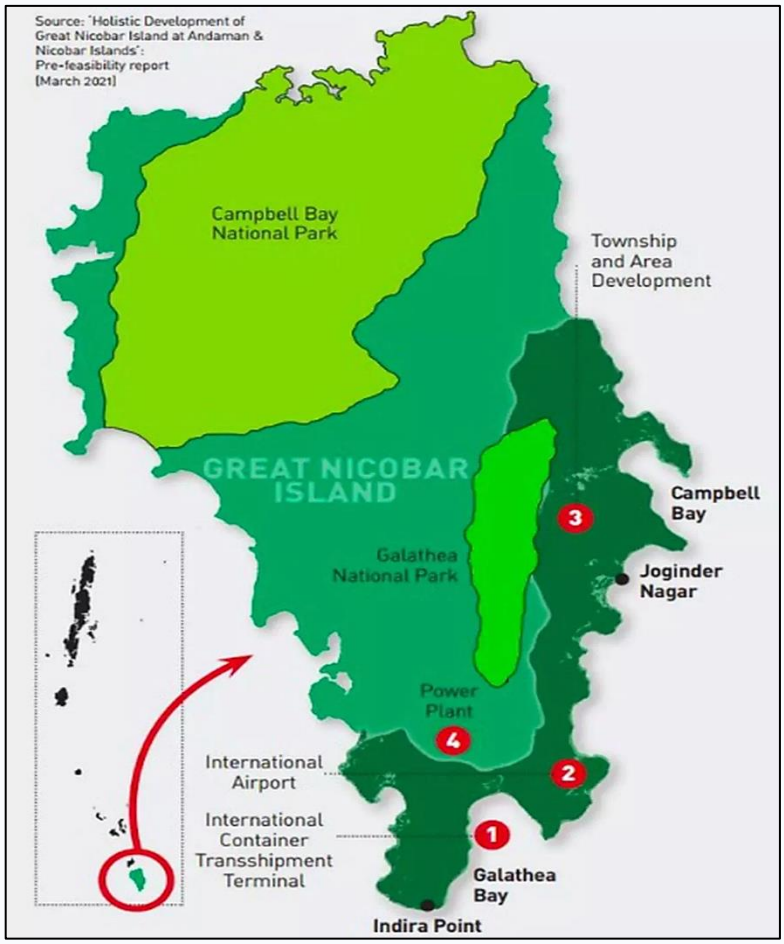

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের উৎস:

- **পরিকল্পনা:** ২০২১ সালে **নীতি আয়োগ** (NITI Aayog) কর্তৃক পরিকল্পিত।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমন্বিত উন্নয়ন নিগম (ANIIDCO)।
- **আকার:** প্রায় ১৬৬ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত (দ্বীপের মোট ৯১০ বর্গ কিমি এলাকার প্রায় ১৮%)।

প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহ:

একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য প্রকল্পটি চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি:

I. **আন্তর্জাতিক কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (ICTT):**

- **অবস্থান:** দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত **গালাথিয়া বে** (Galathea Bay)-তে এটি কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হচ্ছে।
- **ক্ষমতা:** পূর্ণ ক্ষমতায় বছরে **১৬ মিলিয়ন** TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডেল করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে প্রথম ধাপ (৪ মিলিয়ন TEU) শেষ হওয়ার কথা।
- **সুবিধা:** এখানে জলের স্বাভাবিক গভীরতা **২০ মিটারের বেশি**, যা ড্রেজিং ছাড়াই বিশাল আকৃতির কন্টেইনার জাহাজ ভেড়াতে সাহায্য করবে।

II. **গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:**

- **দ্বিমুখী ব্যবহার:** এটি বেসামরিক পর্যটন এবং প্রতিরক্ষা/সামরিক **লজিস্টিকস**—উভয় কাজেই ব্যবহৃত হবে।
- **ক্ষমতা:** প্রতি ঘণ্টায় **৪,০০০ যাত্রী** সামলানোর ক্ষমতা সম্পন্ন। এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুত মোতায়েনের জন্য **আন্দামান ও নিকোবর কমান্ড** (ANC)-কে শক্তিশালী করবে।

III. **গ্যাস এবং সৌর-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র:**

- **ক্ষমতা:** একটি **৪৫০-এমভিএ** (MVA) হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- **কাজ:** টার্মিনাল, বিমানবন্দর এবং নতুন শহরে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহ করা। এতে ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সৌর শক্তির মিশ্রণ ব্যবহার করা হবে।

IV. **গ্রিনফিল্ড স্মার্ট সিটি / জনপদ** (Township):

- **ভিশন:** ১৬০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে একটি আধুনিক শহর তৈরি করা যেখানে **৩.৫ লাখ বাসিন্দা** থাকতে পারবেন (বর্তমানে লোকসংখ্যা মাত্র ৮,০০০)।
- **অবকাঠামো:** এর মধ্যে আবাসিক এলাকা, বিলাসবহুল পর্যটন রিসোর্ট, **ক্রুজ শিপ টার্মিনাল** এবং শিল্প কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের গুরুত্ব:

গ্রেট নিকোবরকে বঙ্গোপসাগরে ভারতের **"অডুবে বিমানবাহী রণতরী"** (Unsinkable Aircraft Carrier) বলা হয়।

১. **ভূ-কৌশলগত এবং নিরাপত্তা:**

- **সামুদ্রিক চোকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ:** এটি **মালাক্কা প্রণালী** থেকে মাত্র ৯০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত। বিশ্বের প্রায় **৪০% বাণিজ্যের** ওপর নজরদারি করার সুযোগ করে দেবে এই অবস্থান।
- **চীনকে মোকাবিলা:** চীনের **"স্ট্রিং অফ পার্লস"** (যেমন গোয়াদর, হাম্বানটোটা বন্দর) এবং কোকো দ্বীপে তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে এটি একটি শক্তিশালী কৌশলগত দুর্গ হিসেবে কাজ করবে।
- **ত্রি-পরিষেবা কমান্ড (ANC):** ভারতের একমাত্র সমন্বিত ত্রি-পরিষেবা কমান্ডের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে আকাশ ও নৌ বাহিনীর দ্রুত মোতায়েন নিশ্চিত করবে।

২. **অর্থনৈতিক এবং "ব্লু ইকোনমি":**

- **ট্রান্সশিপমেন্ট সার্বভৌমত্ব:** বর্তমানে ভারতের প্রায় **৭৫% কন্টেইনার** কলম্বো বা সিঙ্গাপুরে খালাস হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় **২০০–২২০ মিলিয়ন ডলার** বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।
- **প্রাকৃতিক সুবিধা:** গালাথিয়া বে-র গভীরতা বিশালাকৃতির জাহাজ নোঙরের জন্য আদর্শ।
- **ব্লু ইকোনমি বৃদ্ধি:** এটি **মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০**-এর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং জাহাজ মেরামত ও জ্বালানি সরবরাহের মতো শিল্প গড়ে তুলবে।
- **পর্যটনের সম্ভাবনা:** মালদ্বীপ বা মরিশাসের মতো বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দ্বীপটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

৩. **কূটনৈতিক এবং আঞ্চলিক নেতৃত্ব:**

- **"অ্যাক্ট ইস্ট" নীতি:** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ASEAN দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সেতু হিসেবে কাজ করবে।
- **নিরাপত্তা প্রদানকারী:** বঙ্গোপসাগরে বিপর্যয় মোকাবিলা (HADR) এবং জলদস্যু বিরোধী অভিযানে ভারতের সামর্থ্য বাড়বে।

৪. **আর্থ-সামাজিক প্রভাব:**

- **কর্মসংস্থান:** প্রায় **১ লাখ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান** তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।
- **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** আধুনিক বিমানবন্দর এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতের এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

প্রধান উদ্বেগসমূহ:

১. **পরিবেশগত ঝুঁকি:**

- **ব্যাপক বন উজাড়:** প্রায় **১৩০ বর্গ কিমি** গ্রীষ্মমন্ডলীয় রেইনফরেস্ট ধ্বংস করা হবে। সরকারি হিসাবে **৯.৬৪ লাখ গাছ** কাটা হবে, যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সংখ্যা **৩০ লাখ** ছাড়াতে পারে।

বিপন্ন প্রজাতি:

- **জায়ান্ট লেদারব্যাক টার্টল:** গালাথিয়া বে এদের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র; যা এখন হুমকির মুখে।
- **নিকোবর মেগাপোড:** এটি একটি বিশেষ ধরনের পাখি যা শুধুমাত্র এই এলাকাতেই পাওয়া যায়।

- **প্রবাল প্রাচীর ও ম্যানগ্রোভ:** ড্রেজিংয়ের ফলে পলি জমে প্রায় **২০,০০০ প্রবাল কলোনি** ধ্বংস হতে পারে। ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হলে সুনামি প্রতিরোধ ক্ষমতা কমবে।

২. **আদিবাসী অধিকার ও সামাজিক উদ্বেগ:**

- **PVTGs-এর প্রতি হুমকি:** এটি **শম্পেন** (একটি অতি বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী) এবং **নিকোবরী** সম্প্রদায়ের আদি নিবাস।
- **আইন লঙ্ঘন:** অভিযোগ উঠেছে যে আদিবাসী পরিষদের **"অবাধ ও পূর্ব সম্মতি"** (FPIC) যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি।
- **সাংস্কৃতিক বিলুপ্তি:** জনসংখ্যা হঠাৎ ৮,০০০ থেকে ৩.৫ লাখে পৌঁছালে আদিবাসীরা বাইরের রোগের সম্মুখীন হতে পারে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে পারে।

৩. **ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি:**

- **সিসমিক জোন V:** এলাকাটি অত্যন্ত উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ২০০৪ সালের সুনামির সময় এই দ্বীপটি স্থায়ীভাবে **১৫ ফুট নিচে তলিয়ে গিয়েছিল**।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি:**

- **অস্পষ্ট ছাড়পত্র:** "জাতীয় নিরাপত্তা"-র দোহাই দিয়ে অনেক পরিবেশগত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।
- **ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন:** পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) মাত্র এক ঋতুর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে বলে সমালোচনা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পথ

- **কার্যকর প্রবাল স্থানান্তর** (Effective Coral Translocation): প্রবালগুলোকে কেবল নামমাত্র এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থানান্তর না করে, প্রবাল পুনরুৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক সেরা পদ্ধতিগুলো (যেমন Biorock **প্রযুক্তি**) গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ২০,০০০-এরও বেশি প্রবাল কলোনির বেঁচে থাকার হার যাচাই করতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অডিট বা নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।
- **প্রকৃতি-ভিত্তিক উপকূলীয় প্রতিরক্ষা** (Nature-Based Coastal Defense): তথাকথিত কংক্রিটের বাঁধের পাশাপাশি **"গ্রিন-গ্রে"** (Green-Gray) অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর অর্থ হলো সমুদ্রের ঢেউ ও সুনামির ঝুঁকি কমাতে এবং ভূমি ক্ষয় রোধ করতে সমুদ্রের দেওয়ালের সাথে সাথে ম্যানগ্রোভ বন পুনরুদ্ধার এবং কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর ব্যবহার করা।
- **স্বাস্থ্য সুরক্ষা** (Health Safeguards): দ্বীপের জনসংখ্যা বাড়লেও আদিবাসী **শম্পেন** (Shompen) উপজাতিদের "সীমিত যোগাযোগ" বা বিচ্ছিন্ন থাকার মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। বাইরের রোগ যাতে তাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়, সেজন্য একটি কঠোর **"বায়োসিকিউরিটি প্রোটোকল"** তৈরি করতে হবে।
- **স্বাধীন তদারকি কর্তৃপক্ষ** (Independent Oversight Authority): পরিবেশগত ছাড়পত্রের (EC) শর্তগুলো ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য একটি বহুমুখী অংশীজন বডি বা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে পরিবেশবিদ, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশ** (Public Disclosure): ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের (NGT) সাম্প্রতিক আলোচনা অনুযায়ী, জনমনে বিশ্বাস তৈরির জন্য সরকারের উচিত **উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির** (HPC) রিপোর্টের অ-সংবেদনশীল অংশগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।
- **জলবায়ু-সহনশীল ইঞ্জিনিয়ারিং** (Climate-Resilient Engineering): গ্রেট নিকোবর অত্যন্ত উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা (সিসমিক জোন V) হওয়ার কারণে, সমস্ত অবকাঠামো অবশ্যই সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মানের (Eurocode 8 বা সমতুল্য) ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নিয়ম মেনে তৈরি করতে হবে। এছাড়া নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক **"সিসমিক অডিট"** বা ভূমিকম্প সংক্রান্ত পরীক্ষা করতে হবে।

উপসংহার:

কৌশলগত গভীরতার সাথে পরিবেশগত পবিত্রতার সমন্বয় ঘটিয়ে এই প্রকল্পটিকে একটি **"সবুজ সামুদ্রিক কেন্দ্র"** (Green Maritime Hub) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। টেকসই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আদিবাসী-অন্তর্ভুক্তিমূলক সুশাসনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত গ্রেট নিকোবরকে এমন এক **ভবিষ্যৎ সীমান্তে** (Futuristic Frontier) রূপান্তরিত করতে পারে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের নেতৃত্ব এবং উচ্চ-মূল্যবান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ—উভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখবে।

প্রশ্ন: *"গ্রেট নিকোবর প্রকল্প উন্নয়ন বনাম পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।" (১৫ নম্বর)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video